বিজিবি দিবস-২০১৬ উপলক্ষে বিশেষ দরবার

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

মঙ্গলবার, ২০ ডিসেম্বর ২০১৬, বিজিবি সদর দপ্তর, পিলখানা, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,
বিজিবি'র মহাপরিচালক,
কর্মকর্তা এবং সদস্যবৃন্দ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস উপলক্ষে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে ৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধে আজকের বিজিবি ও তৎকালীন ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) শহীদদের আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বিডিআর'র ট্রাজিক ঘটনায় শহীদ ৫৭ জন চৌকস সেনা কর্মকর্তা ও কেন্দ্রীয় সুবেদার মেজরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

মহান বিজয়ের মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দীর্ঘ ২৪ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।

আমি স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগ বিবেচনায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ একটি গৌরবোজ্জ্বল প্রতিষ্ঠান। এই বাহিনী ২শ' ২১ বছরের ঐতিহ্যমন্ডিত। ১৭৯৫ সালে রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন নামে প্রথম গড়ে তোলা হয় এই বাহিনী। সময়ের ব্যবধান ও ভৌগোলিক পরিবর্তনের কারণে নানান নামে দায়িত্ব পালনের পর এখন বিজিবি নামে সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসাবে কাজ করছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রথম প্রহরেই এই বাহিনীর সদস্যরা পাকসেনাদের প্রতিরোধে নামে। ১৯৭১'র ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে পিলখানা থেকে তৎকালীন ইপিআরের বেতার কর্মীরা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়ারলেসের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয় ।

জাতির পিতা ২৩ বছরের সংগ্রামে বাঙালি জাতিকে মুক্তির চেতনায় প্রস্তুত করে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। তৎকালীন ইপিআর তা প্রচার করায় পাকবাহিনীর হাতে প্রাণ দেন ইপিআর'র সুবেদার মেজর শওকত আলী।

ইপিআর'র প্রায় ১২ হাজার বাঙালি সৈনিক সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন এবং ৮শ' ১৭ জন শাহাদত বরণ করেন। ইপিআর'র দু'জন বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক নুর মোহাম্মদ শেখ এবং শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ আমাদের গর্বের প্রতীক।

ইপিআরের ৮ জন বীর উত্তম, ৩২ জন বীর বিক্রম এবং ৭৭ জন বীর প্রতীক মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করে বিজিবি'র ইতিহাস সমৃদ্ধ করেছেন। আমি তাঁদের সকলের অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এবং শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

প্রিয় বিজিবি সদস্যবৃন্দ,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের ৮ জানুয়ারি পিলখানায় তৎকালীন বাংলাদেশ রাইফেল্স'র (বিডিআর) ১ম ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন। তিনি এ বাহিনীকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে অনেক কার্যক্রম হাতে নেন।

২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি আমরা সরকার গঠনের ১ মাস ১৯ দিনের মাথায়, ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি বিডিআর'এ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যা দ্রুত সমাধান করি, আমরা নতুন আইন করি। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ পূনর্গঠন করি।

বিজিবি'র সদস্য হিসেবে আপনাদের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা প্রশ্নাতীত। কর্মকর্তা ও সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, মানবিকতা, এবং সর্বোপরি পারস্পরিক সহানুভূতিশীলতাই এই বাহিনীর বন্ধন দৃঢ়তর করবে। পুনর্গঠনের পর বিজিবি সদর দপ্তরে এটা আমার ৪র্থ দরবার। এখানে এসে নতুন পরিবেশ ও সুশৃঙ্খল আয়োজনে আমি মুগ্ধ। ভবিষ্যতে সবাই বাহিনীর নিজস্ব শৃঙ্খলার বিষয়টি ভালভাবে জেনে নিবে এবং চর্চা করবে।

গত জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে ও পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতা, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্রতিরোধ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং জনসাধারণের জান-মাল রক্ষায় আপনারা দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। একাত্তরের পরাজিত শক্তি ও তাদের দোসরদের পরিকল্পিত টানা অবরোধে গাড়ি ভাংচুর এবং চলন্ত গাড়ীতে পেট্রোল বোমায় জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যাসহ দেশ অচলের ষড়যন্ত্র চালিয়েছিল। আপনারা অক্লান্ত পরিশ্রমে তা বানচালে সক্ষম হন।

রোহিঙ্গা সমস্যা, মায়ানমার সীমান্তে উত্তেজনা, রামুর বৌদ্ধ পল্লীর নিরাপত্তা ও পুনর্বাসন, পার্বত্য এলাকায় অস্থিতিশীল পরিস্থিতি, ছিটমহলবাসীকে পূণর্বাসনে আপনাদের পদক্ষেপ বিজিবি'র সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধি করছে।

বিজিবি'র সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি, পেশাদারিত্ব তৈরী, জোয়ানদের আবাসনসহ সার্বিক উন্নয়নে আমার সরকার অনেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

- সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর আধুনিকায়নে আমরা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন-২০১০ পাশ করেছি।
- বিজিবি পুনর্গঠনের ধারায় নতুন ৪টি রিজিয়ন ৪টি সেক্টর এবং ৪টি রিজওনাল ইন্টিলিজেন্স ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নতুন ১৫টি ব্যাটিলিয়ন স্থাপন করা হয়েছে।
- সীমান্তে সক্ষমতা বাড়াতে ২০০৯ সাল থেকে বিজিবিতে ২৪ হাজার ২২৪জন লোক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
- বিজিবি'র সদর দপ্তর পিলখানার সঙ্গে রিজিয়ন সদর ও সেক্টর সদরের ডিজিটাল কানেকশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রতিনিয়ত ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে সার্বিক পরিস্থিতি মনিটরিং করা হচ্ছে।
- বিজিবি'তে নারীদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৩০০ নারী সদস্য বিজিবিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- বিজিবি'র জন্য ২শ' ৯৮টি বর্ডার আউট পোষ্ট (বিওপি) এবং বিএসপি নির্মাণ করা হয়েছে।
- সরকার বিজিবি'র সদস্যদের কোম্পানী পর্যায়ে ১টি করে যানবাহনের প্রাধিকার দিয়েছে।
- বিজিবি'র অপারেশন জোরদার করতে পর্যাপ্ত যানবাহন সরবরাহ করা হয়েছে।
- দ্রুত টহলের লক্ষে প্রতিটি বিওপিতে ৪টি মোটর সাইকেলের প্রাধিকার করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ৯শ' ৩৫ কিঃমি এবং বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে ২শ' ৮৫কিঃমি সড়ক প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- অধিক দূরত্বের বিওপি'র মধ্যবর্তী স্থানে ১শ' ২৮টি বর্ডার সেন্ট্রি পোস্ট (বিএসপি) নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- আরও ১শ' ২৪টি বিএসপি নির্মাণ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।
- বিজিবি'র জন্য লজিস্টিক সরঞ্জাম বাড়ানো হয়েছে। দেশে-বিদেশে জোয়ানদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।
- এয়ার উইং সৃজন করা হয়েছে। গঠন করা হয়েছে ডগ স্কোয়াড।
- বাংলাদেশ-ভারত এবং বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চলে ৪৭৯ কিঃমি সীমান্ত পাহারায় নতুন ২টি সেক্টর, ৫টি ব্যাটালিয়ন এবং ৯২টি বিওপি স্থাপন চলছে।
- বিজিবি'র জন্য প্রথম ভাসমান বিওপি নির্মাণ করে দুর্গম সুন্দরবন রক্ষার ব্যবস্থা করেছি। আরও একটি ভাসমান বিওপি শিগগিরই বিজিবিতে যুক্ত হচ্ছে।
- আপনাদের বাৎসরিক অর্জিত ছুটি ২ মাস ভোগের আবেদন করেছিলেন যা আমি অনুমোদন দিয়েছি। ছুটিতে গমন কালে ২ মাসের বেতন-ভাতা অগ্রীম পাচ্ছেন।
- আমি বিজিবি'র জুনিয়র কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করেছি। পূর্বে যা ৩য় শ্রেণী ছিল।
- আমি আপনাদের সীমান্ত ভাতা মূল বেতনের শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করেছি, পারিবারিক রেশন ৬০ ভাগ থেকে ১০০ ভাগে উন্নীত করেছি। বিজিবি'র মসল্লা ভাতা ১৯ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮০ টাকা, জ্বালানীকাঠ ২৫ টাকা থেকে প্রায় ৭ গুণ বাড়িয়ে ১শ' ৬৮ টাকা, ফ্রেশ রেশন শতকরা ৫০ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ১শ' ভাগ করেছি। সামগ্রিক বিবেচনায়, বিজিবি'র এসব ভাতা শতকরা ১শ' ৩০ ভাগের উপরে বেড়েছে যা বাহিনীতে কর্মরত বেসামরিক ব্যক্তিরাও পাচ্ছেন।

- বিজিবি সদস্যদের মধ্যে ৪১ হাজার ৮১৬ জনকে টাইম স্কেল দেয়া হয়েছে।
- বিজিবি সদস্যদের জন্য আমি ৪টি ক্যাটাগরিতে পদক প্রবর্তন করেছি। যা আগে ছিল মাত্র দু'টি ক্যাটাগরিতে। একই সাথে মোট পদকের সংখ্যা ৬০টিতে উন্নীত করা হয়। এছাড়াও অন্যান্য ১০ প্রকারের পদক প্রবর্তন করা হয়েছে।
- বিজিবি সদস্যদের জন্য বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ও হেলমেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বিজিবি সদস্যদের উন্নত কম্বল দিচ্ছি।
- কমব্যাট ড্রেস ও অফিস ড্রেস ৩ সেটের পরিবর্তে ৪ সেট দেয়া হচ্ছে। অফিসারদের জন্য 'সার্ভিস ড্রেস' প্রবর্তন করা হয়েছে।
- দেশব্যাপী ১শ' ৮০টি বিওপিতে সুপেয় পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। নতুন ৪টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট দেওয়া হয়েছে। নীলডুমুর ব্যাটালিয়নে পানিবাহী বিশেষ নৌযান সরবরাহ করা হয়েছে।
- আমরা বিদ্যুৎবিহীন ৩শ' ৩৩টি বিওপিতে সৌর বিদ্যুৎতের ব্যবস্থা করেছি।
- অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং মুক্তিযোদ্ধা সদস্য এবং তাদের পরিবারও বিজিবি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
- বিজিবি সন্তানদের লেখা-পড়ার জন্য বিজিবি ছাত্রাবাস এবং ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করেছি।
- 'সীমান্ত ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- সীমান্তবর্তী এলাকায় নারী সংক্রান্ত বিষয়ে দেখাশুনা এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিজিবি'তেও নারী সৈনিক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।
- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের আবাসন সমস্যা বহুলাংশে সমাধান করা হয়েছে।

সীমান্ত রক্ষা, অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং প্রাকৃতিক কিংবা সামাজিক যে কোন দুর্যোগে বিজিবি জাতির আস্থার ঠিকানা। এ জন্য বিজিবি মহাপরিচালকসহ আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আপনারা সকলে দেশপ্রেম, সততা ও শৃঙ্খলার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করবেন। বিজিবি'র কল্যাণ ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রাখতে সরকারের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...